রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ১৩ নং

# বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৩১, ২০১৬

## সূচিপত্র


| | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ম | খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২১৭—২২৯ |
| ২য় | খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২৮৫—২৯৬ |
| ৩য় | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৪র্থ | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। | নাই |
| ৫ম | খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। | নাই |
| ৬ষ্ঠ | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৩৭৯—৪২৯ |
| ৭ম | খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৮ম | খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। | নাই |
| | ক্রোড়পত্র—সংখ্যা | |
| | (১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী। | নাই |
| | (২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| | (৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| | (৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
| | (৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
| | (৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |


## ১ম খণ্ড

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

**আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**আইন ও বিচার বিভাগ**
**বিচার শাখা-৬**

**আদেশাবলী**

তারিখ, ১৬ নভেম্বর ২০১৫

**নং আর-৬/৭এন-৪৪/২০১৫-৬৭৫**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে বান্দরবান জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মাধবী মার্মা, পিতা জনাব লাপাই মার্মা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইলঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

**নং আর-৬/৭এন-৩৮/২০১৫-৬৭৬**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব হোসাইন আহমদ ইমাম, পিতা জনাব মোঃ ইউসুফ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ সোহেল আহমেদ**
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

---

**বিচার শাখা-৭**

**আদেশাবলী**

তারিখ, ০৪ নভেম্বর ২০১৫

**নং বিচার-৭/২এন-৬৫/২০১৫-৫৮০**—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মনি চট্টোপাধ্যায়, পিতা মৃত খিতিশ চট্টোপাধ্যায়, মাতা হিরন চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম হাটিয়ারী ডাকঘর বোগদইড়হাট, উপজেলা কাহারোল, জেলা দিনাজপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ০৯ নভেম্বর ২০১৫

**নং বিচার-৭/২এন-২১৭/৭৭-৫৯১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব জামাল হোসেন, পিতা মৃত আঃ রহমান হাওলাদার, মাতা মোসাঃ ফিরোজা বেগম, গ্রাম ইকড়ি, ডাকঘর ইকড়ি, উপজেলা ভান্ডারিয়া, জেলা পিরোজপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার ৪নং ইকড়ি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ১৬ নভেম্বর ২০১৫

**নং বিচার-৭/২এন-৬৩/৭২-৬০৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ এনামুল হক, পিতা মৃত রিয়াজ উদ্দিন, মাতা বাছিনূর নেছা, গ্রাম কৈলং, ডাকঘর কৈলং, ৬নং দুওজ ইউনিয়ন, উপজেলা আটপাড়া, জেলা নেত্রকোনা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলার ৬নং দুওজ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

**নং বিচার-৭/২এন-৫৬/২০১৩-৬০৪**—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা মৃত সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃত মনমোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম ছোট আমতলা, ডাকঘর নাজিরপুর, উপজেলা নাজিরপুর, জেলা পিরোজপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

**ওয়াসিম শেখ**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ**
**জাতীয় সংসদ ও আন্তঃমন্ত্রণালয় শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৫৬.০০.০০০০.০১৬.০১৬.০১১.২০১৩-১২৪**—জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর ০৪-০৪-২০১৩ তারিখের ৪০.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০১০-৪০০ নং স্মারক এর নির্দেশ অনুসারে তৎকালীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের (সংস্থাসহ) জন্য স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.০১৪.০১৬.০৩.২০১২-৩০৩ তারিখ ০৬-০৫-২০১৩ খ্রি: মূলে গঠিত "নৈতিকতা কমিটি" বাতিলপূর্বক নিম্নরূপভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের "নৈতিকতা কমিটি" পুনর্গঠন করা হলো।

**সভাপতি**

(১) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

**সদস্যবৃন্দ**

(২) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

(৪) মহাপরিচালক, আইসিটি অধিদপ্তর

(৫) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(৬) অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(৭) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(৮) নিয়ন্ত্রক, কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটি

**সদস্য-সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট**

(৯) উপসচিব (আন্ত: মন্ত্র:), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

**২। কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;

(২) পরিলক্ষিত অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ;

(৪) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ; এবং

(৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অবস্থিত জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**শামসুন নাহার**
সহকারী সচিব।

---

**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**সংস্থা শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ০৮ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২৭.১৩-৫৫০**—বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নং-৬৯)-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করলেন:

| | | |
|---|---|---|
| (১) | চেয়ারম্যান | মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। |
| (২) | ভাইস-চেয়ারম্যান | মিঃ সুপ্ত ভূষন বড়ুয়া, রোড-১০/এ, বাসা নং-২৩৬/২, ধানমন্ডি, ঢাকা। |
| (৩) | ট্রাস্টি | মিঃ দয়াল বড়ুয়া, গ্রাম ডেমসা, ডাক ডেমসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। |
| (৪) | ট্রাস্টি | মিসেস বাসন্তি চাকমা, সদর খাগড়াছড়ি। |
| (৫) | ট্রাস্টি | মিঃ দীপক বিকাশ চাকমা, সদর রাঙ্গামাটি। |
| (৬) | ট্রাস্টি | মিঃ মং ক্য চিং চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা। |
| (৭) | ট্রাস্টি | খে মংলা রাখাইন, তালতলী, বরগুনা। |

২। বোর্ড অব ট্রাস্টির মেয়াদকাল প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হতে ৩(তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সরকার যে কোন ট্রাস্টির নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ড অব চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আহছান কবীর**
সহকারী সচিব (সংস্থা)।

**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং পম/এলএ/বিওশৃ/বিঃমাঃ-১৯/২০১৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ শামছুল হক, মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ক্যাডার পরিচিতি নং-০০৫০) এর বিরুদ্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চালুকৃত বিভাগীয় মামলা (নং-পম/এলএ/বিওশৃ/বিঃমাঃ-১৯/২০১৩)-এ গত ২৫-০৯-২০১২ তারিখে জারীকৃত অভিযোগনামায় তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়, অতঃপর গত ২৩-১০-২০১২ তারিখে তাঁর দেয়া প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব, পরবর্তীতে গত ২১-০৫-২০১৩ তারিখে তাঁর দেয়া ব্যক্তিগত শুনানী এবং গত ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত পূর্ণাংগ তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে কর্তৃপক্ষের নিকটে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগনামায় উল্লিখিত এবং নিম্নেবর্ণিত ১-৮নং অভিযোগ (৭নং অভিযোগটি আংশিকভাবে) প্রমাণিত হয়েছে। আনীত অভিযোগ, অভিযুক্তের জবাব এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে—

(১) যেহেতু, তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন কোন গৃহকর্মী না নেয়া সত্ত্বেও গৃহকর্মীর যাতায়াত বাবদ অতিরিক্ত হারে বিমান ভাড়া ও দৈনিক ভাতা (৪,০১,৯৩১,০২ টাকা) অগ্রিম উত্তোলন করেছেন; এবং

(২) যেহেতু, তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন সন্তানকে কলেজে ভর্তি না করা সত্ত্বেও ভাউচার ব্যতিরেকে অননুমোদিতভাবে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ (মাঃডঃ ১১,০০০) উত্তোলন করেছেন; এবং

(৩) যেহেতু, তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন অননুমোদিত ভাবে কল্যাণ তহবিলের সঞ্চয়ী হিসাবকে চলতি হিসাবে রূপান্তর করে মাঃডঃ ৯,০৪৯.৮৮ মুনাফা থেকে সরকারকে বঞ্চিত করেছেন; এবং

(৪) যেহেতু, তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন বিধি বহির্ভূত ভাবে কল্যাণ তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ (টাকা ৮,১১,৪৯৩.৬৮) ব্যয় করেছেন; এবং

(৫) যেহেতু, তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় বদলী কালে বিমান ভাড়া বাবদ প্রকৃত ভাড়ার কয়েকগুন (মাঃডঃ ৮,৪০০) অগ্রীম হিসেবে উত্তোলন করছেন; এবং

(৬) যেহেতু, তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন কর্মস্থল থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ভোগ করার কারণে অনিয়মিতভাবে যোগদানকালীন দৈনিক ভাতা (মাঃডঃ ৩,৪৫৬) উত্তোলন করেছেন; এবং

(৭) যেহেতু, মালামাল পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত হারে (প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় মাঃডঃ ৮,২০৫ অধিক) সরকারি তহবিল থেকে অর্থ উত্তোলন করেছেন; এবং

(৮) যেহেতু, তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন তৃতীয় সন্তানের জন্য ওষুধ ক্রয় বাবদ সরকারি তহবিল থেকে অর্থ উত্তোলন করেছেন ও তাকে মেডিক্যাল ইন্সুরেন্স পলিসি-তে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মেডিক্যাল ইন্সুরেন্সের তথ্য ব্যবহার না করে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ ক্রয় করা এবং চিকিৎসা ও ওষুধ ক্রয় সংক্রান্ত কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা ব্যতিরেকে ভাউচারের মাধ্যমে সরকারি তহবিল থেকে ব্যয়িত টাকা পুনর্ভরণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ভাউচার ব্যতিত দাঁতের চিকিৎসা বাবদ ব্যয়িত অর্থ (মাঃডঃ ৫৯৬২.৬০) মিশনের তহবিল থেকে গ্রহণ করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, জনাব মোঃ শামছুল হক-এর এরূপ আচরণ দায়িত্বজ্ঞান বর্জিত এবং সরকারি কর্মচারীর জন্য অশোভনীয় বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে এবং "গণকর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫"-এর আওতায় অসদাচরণ বলে বিবেচিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ শামছুল হক-কে অসদাচরণের অপরাধে "গণকর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫"-এর ৪(২)(এ) বিধির আওতায় লঘু দণ্ড হিসেবে তিরস্কার দণ্ড আরোপ করা হল। এছাড়া একই ধারার ৪(২)(বি) বিধির আওতায় পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য উচ্চতর পদে তাঁর পদোন্নতি স্থগিত করার দণ্ড প্রদান করা হল। তাছাড়া এই মর্মে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে আগামী ২(দুই) বছর জনাব মোঃ শামছুল হকের বিদেশে পদায়ন বন্ধ থাকবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

**মোঃ শহীদুল হক**
পররাষ্ট্র সচিব।

---

**[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্তিক হবে]**
**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
**কর্মসংস্থান শাখা-২**

**অফিস আদেশ**

তারিখ, ১৭ নভেম্বর ২০১৫

**নং ৪৯.০০০.০১১.০০.০০.৪৮৪.২০১৩-৬৭৬**—স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী বিদেশী নিয়োগকর্তা/কোম্পানী বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট দেশের মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশী কর্মী নিয়োগের অনুমতি লাভের পর রিক্রুটিং এজেন্টকে কর্মী নিয়োগের চাহিদা পত্র ও ক্ষমতা পত্র প্রদান করে থাকে। এছাড়া কোনো কোনো দেশের নিয়মানুযায়ী নিয়োগকর্তা/কোম্পানীর অধীনে বিদেশী কর্মী নিয়োগের নিমিত্ত পূর্বে বাছাইকৃত কর্মীর নামে এন্ট্রি ভিসা ইস্যু করা হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদেশে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত কর্মীদের নামের তালিকা ও পাসপোর্টের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনেক আগেই বিদেশী নিয়োগকর্তা/কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করতে হয়। এ সকল কাজের প্রক্রিয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সীর পাশাপাশি বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরাও সম্পৃক্ত থাকেন বিধায় কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী নিবন্ধিত কর্মীর তালিকা (ডাটাবেজ) হতে কর্মী নিয়োগের বাধ্যবাধকতার শর্ত উক্ত আইন গেজেটের প্রকাশিত হওয়ার তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৩ হতে ০৬(ছয়) মাস (অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল ২০১৪

তারিখ পর্যন্ত) শিথিল করে অফিস আদেশ নং-৪৯.০০৩.৫১৪.০০. ১৫৯.২০১০-১৮ তারিখঃ ১৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ জারী করা হয়। পরবর্তীতে তা ৪৯.০০৩.৫১৪.০০.১৫৯.২০১০-৪৩৫ নম্বর অফিস আদেশে ২৬ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উক্ত আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া কর্মীদের অনুকূলে ২৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের পরও বৈদেশিক কর্মী নিয়োগকারী বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত ভিসা অথবা প্রবেশ অনুমতিপত্র (এন্ট্রি ভিসা) এবং নিয়োগকারী কোম্পানীসমূহের চাহিদা পত্র ও ক্ষমতা পত্র পাওয়া যাচ্ছে। ঐরূপ চাহিদা পত্র, ক্ষমতা পত্র ও প্রবেশ অনুমতি পত্র/ভিসার ভিত্তিতে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়োগানুমতি চেয়ে আবেদন করছে। বিদেশ গমনোচ্ছু কর্মীদের স্বার্থ মানবিক কারণে বিবেচনাক্রমে উক্ত আইনের ১৯ ধারার (৩) উপধারার শর্ত শিথিলের মেয়াদ বৃদ্ধি করে এরূপ কর্মীদের অনুকূলে নিয়োগানুমতি প্রদান করা প্রয়োজন।

২। বর্ণিত অবস্থায়, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান অসুবিধা দূর করার স্বার্থে উক্ত আইনের ১৯ ধারার (৩) উপধারার শর্ত শিথিলের মেয়াদ উক্ত আইন গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ০২(দুই) বছরের স্থলে ০২(দুই) বছর ০৬(ছয়) মাস অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ৪৮ ধারা মোতাবেক এ আদেশ জারী করা হলো।

৩। উক্ত আইন গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর হতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এ আদেশের আওতায় সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৪। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

**মোসাঃ রাবেয়া বসরী**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়**
**বাস্তবক শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ০১ পৌষ ১৪২২/১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ১৮.০১৭.০০৯.০০.১৫.০০১.২০১৪-৫০৭**—বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ বিবিরবাজার স্থলবন্দরের উন্নয়ন ও পরিচালনার গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে উপদেষ্টা কমিটি পুন:গঠন করা হলো:

**সভাপতি**

(১) মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

**সদস্যবৃন্দ**

(২) মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা, কুমিল্লা-৬

(৩) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

(৫) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা

(৬) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম

(৭) ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম

(৮) কমিশনার অব কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, চট্টগ্রাম

(৯) জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা

(১০) পুলিশ সুপার, কুমিল্লা

(১১) যুগ্ম শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম

(১২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুমিল্লা সদর

(১৩) সভাপতি, এফ.বি.সি.সি.আই, ঢাকা

(১৪) সভাপতি, কুমিল্লা প্রেসক্লাব

(১৫) সভাপতি, বাংলাদেশ সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন, ঢাকা

(১৬) সভাপতি, বিবিরবাজার সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন

(১৭) সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, কুমিল্লা

(১৮) সভাপতি, আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতি, কুমিল্লা

(১৯) সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রাক মালিক সমিতি, ঢাকা

(২০) সভাপতি, বিবিরবাজার হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়ন

(২১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শেফার্ড কুমিল্লা ল্যান্ড পোর্ট লিঃ

**সদস্য-সচিব**

(২২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

**এ উপদেষ্টা কমিটির কার্যপরিধি ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:**

**কার্যপরিধি:**

(ক) বন্দর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা;

(খ) বন্দর পরিচালনা ও কর্মসম্পাদন (Performance) পর্যালোচনা এবং বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে বন্দরের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

(গ) বন্দর ব্যবহারকারী ও বন্দরের সাথে সম্পর্কিত সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন করা এবং পরামর্শ প্রদান করা;

(ঘ) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি ও সার্ভিসসমূহের পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সুপারিশকরণ;

**শর্তাবলী:**

(ক) সভাপতির নির্দেশনা অনুসারে উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে;

(খ) কমিটি প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(গ) কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে যে কোন সরকারি কর্মকর্তা ও বন্দরের যে কোন সদস্য/বিভাগ প্রধানকে বা অন্য কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সভায় বিশেষজ্ঞ সার্ভিস প্রদানের জন্য উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আবেদ আলী**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**ভূমি মন্ত্রণালয়**
**জরিপ শাখা-২**

**বিজ্ঞপ্তি**

তারিখ, ০৩ পৌষ ১৪২২/১৭ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০০০.০৪৯.০০৯-২০১৪-৪৪৪—১৯৫৫** সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাটির সংশোধিত স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

| মৌজার নাম | জে এল নং | উপজেলার নাম | জেলা |
|---|---|---|---|
| বুনাগাতি | ৮১ | সালিখা | মাগুরা |

**মোঃ রফিকুল ইসলাম**
উপসচিব।

**অধিগ্রহণ শাখা-০২**
**এলএ কেস নম্বর: ৪৭/১৯৬৫-৬৬**
**ঘোষণাপত্র**
**ফরম নম্বর "ঘ"**
**সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ২১ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৫১.১৪-৪৫৪**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১০-১০-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

**তফসিল**

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: গলাচিপা, মৌজা: রতনদী, জে এল নম্বর: ১০৮, সিট নং: ২

| খতিয়ান নম্বর | দাগ (এসএ) | অধিগ্রহণকৃত ভূমি (একর) |
|---|---|---|
| ৪৮২ | ১৫১৯ | ০.৩০ |
| | মোটঃ | ০.৩০ একর। |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ সিরাজুল ইসলাম**
যুগ্মসচিব।

---

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**শাখা জামস**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং মশিবিম/শা-জামস/জেঃকমিটি-৭/৯৯(অংশ-১)/১০৪**—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, মাগুরা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মাগুরা জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো:

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট ধারা | সদস্য শ্রেণী | নাম ও ঠিকানা | পদবী |
|---|---|---|---|---|
| (১) | ১০(১)(ঘ) | শিক্ষিকা | নাজমা পারভীন, স্বামীঃ কাজী আরিফুর রহমান, গ্রামঃ টুপিপাড়া, থানাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা। | চেয়ারম্যান |
| (২) | ১০(১)(ছ) | বিশিষ্ট মহিলা | এ্যাডভোকেট ওয়াজেদা সিদ্দিকী, পিতাঃ ফজলুল করিম, পোষ্ট অফিস রোড, জেলাঃ মাগুরা। | সদস্য |
| (৩) | ১০(১)(ঙ) | সমাজসেবী | লাইলা কানিজ বানু, স্বামীঃ মোঃ জিয়াউল হক, হাজী আবদুল হামিদ সড়ক, বাড়ী নং ১৬৯, কলেজপাড়া, মাগুরা। | সদস্য |

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট ধারা | সদস্য শ্রেণী | নাম ও ঠিকানা | পদবী |
|---|---|---|---|---|
| (৪) | ১০(১)(ছ) | বিশিষ্ট মহিলা | তাছলিমা খাতুন, স্বামীঃ হাফিজুর রহমান, গ্রামঃ শ্রীখোল, থানাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা। | সদস্য |
| (৫) | ১০(১)(ছ) | বিশিষ্ট মহিলা | রওশন সামাদ, স্বামীঃ মিয়া মোঃ আব্দুস সামাদ, গ্রামঃ মদনপুর, থানাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা। | সদস্য |

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের নাজমা পারভীন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**দিলীপ কুমার দেবনাথ**
সহকারী সচিব।

---

**[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত আদেশ]**
**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**
**প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২৯ নভেম্বর ২০১৫

**নং ৩৩.০০.০০০০.১১৭.২০.০৫১.০৬-৯৭৪**—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রবিধি অনুবিভাগের স্মারক নং অম/অবি/প্রবিধি-৩/নীতি-০৩/০২/৩৬৩ তারিখ ১৭-০২-২০১০ খ্রি. এবং সরকারি আবাসিক টেলিফোন নীতিমালা ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ-২ মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডার ও নন-ক্যাডার প্রাধিকারভুক্ত নিম্নবর্ণিত ৫ম গ্রেড ও উচ্চতর পদের পদধারী কর্মকর্তাগণকে মোবাইল/সেলুলার টেলিফোনের মাসিক ভাতা ৪০০ (চারশত) টাকা হারে উত্তোলনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো:

| ক্রমিক নং | পদের নাম | কর্মস্থল | বেতন গ্রেড | মোট মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| (১) | মহাপরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ২য় গ্রেড | ০১ |
| (২) | পরিচালক, প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ৩য় গ্রেড | ০১ |
| (৩) | পরিচালক, সম্প্রসারণ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ৩য় গ্রেড | ০১ |
| (৪) | পরিচালক, উৎপাদন | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ৩য় গ্রেড | ০১ |
| (৫) | পরিচালক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন | প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা। | ৩য় গ্রেড | ০১ |
| (৬) | অধ্যক্ষ | ও,টি,আই, সাভার, ঢাকা | ৩য় গ্রেড | ০১ |
| (৭) | উপপরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/প্রাণিসম্পদ ঔষধাগার দপ্তর/ বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরসমূহ/প্রাণি ক্রয়/কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর/সাভার ডেইরী ফার্ম/পোল্ট্রি ফার্মসমূহ | ৪র্থ গ্রেড | ১৫ |
| (৮) | মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/অধ্যক্ষ/চীফ ভেটেরিনারি অফিসার/প্রাণিসম্পদ অর্থনীতিবিদ | লীভ রিজার্ভ/এল,আর,আই, মহাখালী এর অধীনস্থ/ কেন্দ্রীয় প্রাণি হাসপাতাল/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ ঢাকা চিড়িয়াখানা/ভিটিআই/এলটিআই | ৫ম গ্রেড | ৩৪ |
| (৯) | জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | জেলা দপ্তরসমূহ | ৫ম গ্রেড | ৬৪ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| (১০) | সহকারী পরিচালক/এস,এস,ও/সহকারী অধ্যাপক/ প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা/অধ্যক্ষ/হাঁস মুরগী পুষ্টিবিদ/হাঁস মুরগী প্রজননবিদ/হাঁস মুরগী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারি অফিসার/ডেইরী অর্থনীতিবিদ/ ফার্ম/সুপারিনটেনডেন্ট/বায়ার অফিসার/ডেইরী অফিসার/ ডেপুটি কিউরেটর | লীভ রিজার্ভ/প্রাণিসম্পদ ঔষধাগার দপ্তর/কেন্দ্রীয় প্রাণি হাসপাতাল/বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/জেলা কৃত্রিম প্রজনন দপ্তরসমূহ/এল,আর,আই, মহাখালী এর অধীনস্থ/প্রাণিসম্পদ অর্থনীতিবিদ শাখা/ গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর খামারসমূহ/প্রাণি জরিপ দপ্তর ও রংপুর চিড়িয়াখানা | ৫ম গ্রেড | ১৩০ |
| (১১) | চীফ (নন-ক্যাডার ভুক্ত) | পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ শাখা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ৫ম গ্রেড | ০১ |
| | | মোট= | | ২৫০ জন |

২। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ এই ভাতা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন।

৩। উল্লেখ্য, এই ভাতা উত্তোলনের জন্য কর্মকর্তাকে তার ব্যবহার্য মোবাইল/সেলুলার/টেলিফোনের সংযোগ নম্বরটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান/ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করবেন।

**দেলোয়ারা বেগম**
উপ-সচিব।

---

**সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়**
**সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ**
**বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.২৬.০২১.২০১৫-৫৫২**—ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে হিউম্যান হলারের ভাড়ার হার নির্ধারণের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হল:

**আহ্বায়ক**

(১) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

**সদস্যবৃন্দ**

(২) পরিচালক (টেকনিক্যাল), বিআরটিসি

(৩) ডিসিসিএর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার)

(৪) উপসচিব, বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(৫) পরিচালক (অপারেশন), রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

(৬) ডিএমপি'র একজন প্রতিনিধি (ডিসি পদমর্যাদার)

(৭) সিএমপি'র একজন প্রতিনিধি (ডিসি পদমর্যাদার)

(৮) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

(৯) কনজ্যুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি (কমিশনার, ডিএমপি কর্তৃক মনোনীত)

(১০) ঢাকা মহানগর হিউম্যান হলার মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি (কমিশনার, ডিএমপি কর্তৃক মনোনীত)

(১১) চট্টগ্রাম মহানগরী হিউম্যান হলার মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি (কমিশনার, সিএমপি কর্তৃক মনোনীত)

**সদস্য-সচিব**

(১২) পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ

**কমিটির কার্যপরিধি:**

(১) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে হিউম্যান হলারের ভাড়ার হার নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণের সুপারিশ প্রদান;

(২) হিউম্যান হলারের ভাড়া সংক্রান্ত অন্য কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়।

২। কমিটি হিউম্যান হলারের ভাড়ার বিষয় সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ড. মোঃ কামরুল আহসান**
উপসচিব।

---

**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**
**প্রশাসন শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২/০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৪০.০০.০০০০.০১১.২৬.০০১.১৩-১১০২**—যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে (TO&E) আরও ০২ (দুই) টি মাইক্রোবাস নির্দেশক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে মাইক্রোবাসের সংখ্যা ০৩(তিন) টি হতে (৩+২)=০৫(পাঁচ) টিতে উন্নীত করা হলো।

**শাহীন আখ্‌তার**
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)।

## সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

### প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ পৌষ ১৪২২/২১ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং সবিম/শাঃ-৬/প্রত্নঃ অধিঃ-১০/২০১০-৮১—**১৯৬৮ ইং সালের (১৪নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" হিসেবে ঘোষণা করা হলো:

| ক্রমিক নং | প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি | প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ | | | | জমির পরিমাণ (একরে) | চৌহদ্দী | মালিকানা | প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | খতিয়ান নং | | দাগ নং | | | | | | |
| | | এসএ | আর এস | এসএ | আর এস | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| (১) | জিঞ্জিরা প্যালেস প্রবেশ দ্বার জিঞ্জিরা মৌজা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। | | ১৬৭ | ৩৭৭ | ১০৪৫ | ০.১৪ | উত্তর দাগ নং-১০৩৭ দক্ষিণ দাগ নং-১০৪৯ পূর্ব দাগ নং-১০৪৬ পশ্চিম দাগ নং-১০৪৪ | আরএস রেকর্ডীয় মালিক আবুল খায়ের, পিতা আবুল হোসেন, সাং নিজ। (তথ্য না থাকায় এসএ খতিয়ান দেওয়া গেল না।) | যেহেতু তফসিল বর্ণিত ভূমি এসএ এবং আরএস রেকর্ডে মালিকানা রেকর্ডভুক্ত সেহেতু অধিগ্রহণ সাপেক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। | |
| (২) | জিঞ্জিরা প্যালেস হাম্মাম খানা জিঞ্জিরা মৌজা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। | ৩০২ | ২১২ | ৩৮০ | ১০৩৪ | ০.১৩ | উত্তর দাগ নং-১০৩৭ দক্ষিণ দাগ নং-১০৪৯ পূর্ব দাগ নং-১০৪৬ পশ্চিম দাগ নং-১০৪৪ | আরএস রেকর্ডীয় মালিক আব্দুস সামাদ, আমিনা খাতুন, উভয়ের পিতা সমসের উদ্দিন, রমজান, রাহেলা, সমুজা খাতুন, সর্ব পিতা মোঃ সিদ্দিক, সাং-নিজ | | |
| (৩) | জিঞ্জিরা প্যালেস হাম্মাম খানা জিঞ্জিরা মৌজা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। | | ৬৫৭ | ৩২৯ | ১০৩২ | ০.০৫ | উত্তর দাগ নং-১০৩৭ দক্ষিণ দাগ নং-১০৪৯ পূর্ব দাগ নং-১০৪৬ পশ্চিম দাগ নং-১০৪৪ | আরএস রেকর্ডীয় মালিক মাতলা বক্স, পিতা মিয়ার বক্স, আছিয়া খাতুন, স্বামী এমানত হোসেন, সাং-নিজ। (তথ্য না থাকায় এসএ খতিয়ান দেওয়া গেলা না।) | | |
| (৪) | জিঞ্জিরা প্যালেস হাম্মাম খানা জিঞ্জিরা মৌজা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। | ৪২৬ | ৭৬৪ | ৩৩০ | ৯৮৮ | ০.৩৩ | উত্তর দাগ নং-৯৮৭ দক্ষিণ দাগ নং-১০৩৫ ও ১০৪৯ পূর্ব দাগ নং-৯৮৬ ও ১০৩৩ পশ্চিম দাগ নং-৯৮৯ ও ১০৩১ | আরএস রেকর্ডীয় মালিক লায়েসেন বানু, স্বামী আব্দুল হক, মবিয়া খাতুন, স্বামী আঃ হক, হাসিনা বেগম, স্বামী আলতাফুর রহমান, সহর বানু, পিতা আব্দুল হক, আঃ কাদের, পিতা আব্দুল হক, হাসিনা খাতুন, স্বামী আঃ কাদের, সং-নিজ। মাজেদা খাতুন, স্বামী মোঃ হুসেন, সাং-গেলজার বাজার। | | |
| | | লিখনভুক্ত মালিকের নাম জোত নং-১৭৪৪, খতিয়ান নং ৭৬৪/কাত | | ৩৩০ | ৯৮৮ | ০.১৩ নথি নং-১৩০৬/০৬ তাং ১২-০৩-০৬ | ঐ | লিখনভুক্ত মালিকের নাম মোঃ আব্দুল কাদির, পিতা মৃতঃ আঃ হক। মোসাঃ হাসিনা খাতুন, স্বামী মোঃ আঃ কাদের, সাং-জিঞ্জিরা হাউলী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। | | |
| | | লিখনভুক্ত মালিকের নাম জোত নং-১২৪৭, খতিয়ান নং ৭৬৪/কাত | | ৩৩০ | ৯৮৮ | ০.০৫১৫ নথি নং-৫৪৮০/০৪ তাং ২২-০৬-০৪ | ঐ | লিখনভুক্ত মালিকের নাম মোসাঃ হাসিনা খাতুন, স্বামী আলতাবুর রহমান, সাং-জিঞ্জিরা হাউলী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। | | |
| | | লিখনভুক্ত মালিকের নাম জোত নং-১২৪৮, খতিয়ান নং ৭৬৪/কাত | | ৩৩০ | ৯৮৮ | ০.১০ নথি নং-৪৬২৫/০৪ তাং ২৬-০৬-০৪ | ঐ | লিখনভুক্ত মালিকের নাম মোসাঃ সাহেরা বেগম ওরফে সহর বানু, স্বামী কাজী আঃ সাত্তার, সাং-জিঞ্জিরা হাউলী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। | | |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**সুরাইয়া খান**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**
**শৃঙ্খলা-১ শাখা**

**আদেশাবলী**

তারিখ, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২২/৩০ নভেম্বর ২০১৫

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৭.২০১৩-৮২০**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ ফরিদুল হাসান (৪১৫৩৪), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ০৯-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৭.২০১৩-৮৫৩ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ০৪-০৫-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৭.২০১৩-২৩১ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ২১-১০-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০২৯.২০১৫-৩৬৬ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৩-১১-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ ফরিদুল হাসান (৪১৫৩৪), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বন্দর, নারায়ণগঞ্জকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৯-০৩-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৪.২০১৩-৮২১**—যেহেতু, ডাঃ মনোয়ারা নার্গিস (১১৪১৩১), মেডিকেল অফিসার, গজারিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ গত ০৫-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৮-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৪.২০১৩-১১ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ১৩-০৮-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৪.২০১৩-৬৩১ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৫-১০-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০২৮.২০১৫-৩৫৯ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৩-১১-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মনোয়ারা নার্গিস (১১৪১৩১), মেডিকেল অফিসার, গজারিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৫-০৪-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২/১৩ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৩.২০১৪-৮৬০**—যেহেতু, ডাঃ জেবুন্নেছা ইসলাম (৪১৯১৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গত ০২-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৩.২০১৪-৬০৯ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ০৪-০৫-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৩.২০১৪-২৩৬ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ০৩-১১-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০৩৫.২০১৫-৩৮৯ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৭-১২-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ জেবুন্নেছা ইসলাম (৪১৯১৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়াকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০২-০৯-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম**
সচিব।

---

**আদেশ**

তারিখ, ২১ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬০.২০১৫-৮৭৩**—যেহেতু, ডাঃ মুহাম্মদ জাকির হোসেন ভুইয়া (১১১৩৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাটখিল, নোয়াখালী চাটখিল থানা পুলিশ গত ২৩-০১-২০১৫ তারিখে গ্রেফতার হয়ে পুলিশ হেফাজতে থাকায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ (পার্ট-১) এর বিধি-৭৩ মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬০.২০১৫-২৭৮ নং আদেশ তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলায় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত-৪, নোয়াখালী গত ০৬-০৭-২০১৫ তারিখের আদেশ তাঁকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করেছেন;

সেহেতু, এক্ষণে, ডাঃ মুহাম্মদ জাকির হোসেন ভুইয়া (১১১৩৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাটখিল, নোয়াখালী এর ২৬-০৫-২০১৫ তারিখের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়-কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

**সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম**
সচিব।

**আদেশাবলী**

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৪.২০১৪-৮৬৭**—যেহেতু, ডাঃ রাশেদ আল মামুন (১০২৭২৮২), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, রেডিওলজিস্ট পদের বিপরীতে, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২১-০৮-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৪.২০১৪-৬৬২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, গত ০৮-১২-২০১৫ তারিখে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ রাশেদ আল মামুন (১০২৭২৮২), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৮.২০১৪-৮৬৮**—যেহেতু, ডাঃ খন্দকার মাহমুদুর রহমান (৪৫৩২৮), সহকারী অধ্যাপক, ডেন্টিষ্ট্রি বিভাগ, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত-ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা গত ২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১২-১১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৮.২০১৪-৮৮৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০৮-১২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ খন্দকার মাহমুদুর রহমান (৪৫৩২৮), সহকারী অধ্যাপক, ডেন্টিষ্ট্রি বিভাগ, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত-ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের

জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্মস্থলে পুনরায় যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

তারিখ, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৯.২০১৪-৮৭৭**—যেহেতু, ডাঃ মুনীরুন্নেসা (৪৩৩৪৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত-স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা (প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর) বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ০৩-০৬-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৯.২০১৪-৪৪৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৫-১২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মুনীরুন্নেসা (৪৩৩৪৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত-স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তাঁর ১৫-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০২-০৬-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো। বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালীন সময়ে উত্তোলিত বেতন-ভাতাদি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪২.২০১৫-৮৭৮**—যেহেতু, ডাঃ আলমগীর কবির (৪৫৬৬৫), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডেন্টাল সার্জন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা গত ২৯-০৯-২০১১ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৫-১১-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪২.২০১৫-৮০৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৭-১২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ আলমগীর কবির (৪৫৬৬৫), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডেন্টাল সার্জন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ৩০-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

**নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৫-৮৭৯**—যেহেতু, ডাঃ আবদুস সালাম ওসমানী (৪৩৮২৩), সহকারী রেজিস্ট্রার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ০১-০৭-২০১২ তারিখ হতে ১৭-০৯-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ০৯-০৭-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৫-৪১৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-৩ অধিশাখার ০৪-০৬-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৪৪.০০৮.০০.০০.০০১.২০১৪-৪১৪ নং আদেশে তার ৩০-০৬-২০১২ তারিখ হতে ২৪-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ আবদুস সালাম ওসমানী (৪৩৮২৩), সহকারী রেজিস্ট্রার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

**বিমান কুমার সাহা** এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

**শৃঙ্খলা-২ শাখা**

**আদেশ**

তারিখ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫

**নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১৯.২০১৩-২৯৫**—যেহেতু, ডাঃ সাদিয়া শারমিন হক (কোড ১২৫৮১০), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সুজানগর, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগী মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং সে প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, নথিভুক্ত কাগজপত্র, দাখিলকৃত জবাব, শুনানী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডাঃ সাদিয়া শারমিন হক প্রথমে এডহক থেকে ইস্তেফা দিয়ে গত ১৮-০৯-২০১১ ইং তারিখ ২৯তম বিসিএস এ সহকারী সার্জন, চৌহাট ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ধামরাই, ঢাকায় যোগদান করেন। এই অভিযোগটি এডহক সময়ের এবং এডহক সময়েই তিনি পাবনা জেলার সুজানগর হতে ঢাকার ধামরাই উপজেলায় বদলী হন। এডহক হতেই ২৯তম বিসিএসের চাকুরীর ধারাবাহিকতা চলে আসছে।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, শুনানী, পরবর্তীতে দাখিলকৃত আবেদন ও সামগ্রীক বিষয়াদি বিবেচনা করে অভিযুক্ত ডাঃ সাদিয়া শারমিন হক (কোড ১২৫৮১০)-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে এ বিভাগীয় মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করে অত্র বিভাগীয় মোকদ্দমা নিস্পত্তি করা হলো। অননুমোদিত অনুপস্থিত কাল ০৫-১২-২০১০ হতে ০৪-০৩-২০১১ নির্ধারণ করে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। এই সময়ের উত্তোলিত বেতনভাতাদি সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

**বিমান কুমার সাহা** এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

---

**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়**
**মুদ্রণ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৩ ফাল্গুন ১৪২২/০৬ মার্চ ২০১৬

**নং ০৫.০০.০০০০.১২০.২৭.০০৩.১২-৮৩**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সহকারী পরিচালক (প্রেস), গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়) তেজগাঁও, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) অসদাচরণ (Misconduct) ও ৩(ডি) দুর্নীতি (Corruption)-এর অভিযোগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৫-২০১২ তারিখের ০৫.১২০.০২৭.০০.০০.০০৩.১২-৯৬ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযুক্তের লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সহকারী পরিচালক (প্রেস), (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়) তেজগাঁও, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত মোট ১২টি অভিযোগের কোনটিই প্রমাণিত হয়নি এবং তিনি নির্দোষ মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন।

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সহকারী পরিচালক (প্রেস), গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়) তেজগাঁও, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) অসদাচরণ (Misconduct) ও ৩(ডি) দুর্নীতি (Corruption)-এর অভিযোগ থেকে উক্ত বিধিমালার ৭(৫) বিধিমতে অব্যাহতি প্রদান করা হল এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৫-২০১২ তারিখের ০৫.১২০.০২৭.০০.০০.০০৩.১২-৯৬ নং স্মারকমূলে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী**
সিনিয়র সচিব।

---

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**
**মৎস্য-১ অধিশাখা**

**শোক প্রস্তাব**

তারিখ, ২১ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

**নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৫.০৫৪.১৩-১৩১**—গভীর শোক ও দুঃখের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মরহুম মোঃ আক্তারুজ্জামান, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ চাকরিরত অবস্থায় বিগত ১৯-১২-২০১৫ তারিখ রোজ শনিবার বারডেম হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বৎসর ০৪ মাস ২৬ দিন।

২। মরহুম মোঃ আক্তারুজ্জামান, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন বেতবাড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২৪-০৭-১৯৭১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ১২-০৩-২০০০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মজীবন শুরু করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ০১ (এক) পুত্র ও ০১ (এক) কন্যা সন্তান, আত্মীয়স্বজন এবং বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি চাকরি জীবনে একজন অমায়িক, কর্তব্যপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মোঃ আক্তারুজ্জামান এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

**মোঃ মাকসুদুল হাসান খান**
সচিব।